www.draminElibrary.com

জেরুজালেম জয়

মনওয়ার হোসেন

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
হিজরী ১৪০০ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.draminElibrary.com

জেরুজালেম জয়
মনওয়ার হোসেন
ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ৩২৪

প্রথম প্রকাশ ঃ
এপ্রিল, ১৯৮০
বৈশাখ, ১৩৮৬
জমাদিউল আউয়াল, ১৪০০

প্রকাশনায় ঃ
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
৬৭, পুরানা পল্টন,
ঢাকা—২

মুদ্রণে ঃ
মুহিউদ্দীন শামী
অক্ষরিকা মুদ্রণ
২৭, শুকলাল দাস লেন,
ঢাকা—১

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ এইচ হাশেম

মূল্য ঃ দুই টাকা

JERUJALEM JOY : The conquest of Jerujalem, written by Monowar Hossain in Bengali and Published by the Islamic Cultural Centre, Faridpur, a branch of the Islamic Foundation Bangladesh. Dacca to celebrate the commencement of 1400 Al-Hijra.

Price : Taka2·00

www.draminElibrary.com

জেরুজালেম জয়

www.draminElibrary.com

উৎসর্গ

আমার

মরহুম আব্বাকে

www.draminElibrary.com

প্রকাশকের কথা

জেরুজালেম জয় মুসলিম ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। অতীতের সাথে পরিচয় রাখে এমন পাঠক মাত্রেই জেরুজালেম জয়ের ঘটনা জানেন। মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে এই বিজয় ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে বিরোধী খৃষ্টান শক্তির সাথে মুসলিমদের যে জেহাদ কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিলো তারই তৃতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের সেনানায়ক সালাহ্-উদ্দীন। একদিকে তাঁর অজেয় বীরত্ব ও একনিষ্ঠ ইসলাম পরায়ণতা অপরদিকে উদারনৈতিক বলিষ্ঠ মননশীলতা বিজয়কে আরও মহত্তর করে তুলেছে। সম্মুখ যুদ্ধের অস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিরোধী খৃষ্টান শক্তি পরাজয় বরণের সাথে সাথে সার্বিক গুণে মহিমান্বিত মুসলিম চরিত্রের কাছে তারা একেবারেই পর্যুদস্ত হয়ে যায়,—এই দ্বিবিধ বিজয়ের গৌরবেই আজও সেদিনের মুসলিম শক্তি তথা গাজী সালাহ্উদ্দীন কালের ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক্রুসেডের ইতিহাসের সেই অতি পরিচিত ঘটনাই লেখক মনওয়ার হোসেনের বর্ণনা কুশলতায় আরও বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে,—তিনি গীতিনকশার মাধ্যমে গাজী সালাহ্উদ্দীনের নৈতিক ও চারিত্রিক বিজয়কে অধিকতর মহীয়ান করে তুলেছেন, তার সাথে জেরুজালেম জয় বিশ্ব ইতিহাসে আরও বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। পাঠক সমাজ বইটা পড়ে নিজেদের অতীত ঐতিহ্যের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর সেই ধারণাতেই বইটা প্রকাশ করা হলো।

www.draminElibrary.com

ভূমিকা

জেরুজালেম জয় মুসলিম জাহানের গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের কাহিনী। মুমিন-মুজাহিদগণের সকল কালের স্মরণীয় ইতিহাস। সর্বোপরি সেদিন জেরুজালেম জয়ের গৌরব প্রতিটি মুসলিমের শিরে সম্মানের শিরোপা পরিয়ে দিয়েছে। দ্বীন-দুনিয়ার দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলামের ইজ্জত।

এই জেরুজালেম জয়ের সাথেই সুলতান সিপাহসালার সালাহ্ উদ্দীন সুনামধন্য হয়ে আছেন। মুসলিম জাহানের সেই চরম সংকট সন্ধিক্ষণে তাঁর অমিততেজ, অসীম সাহসিকতা অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। বহু যুদ্ধে বিজয়ী বীররূপে তিনি সম্মানসূচক গাজীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। জেরুজালেম জয় করে আবার তিনি প্রমাণ করেন তাঁর বীরত্বের তুলনা একমাত্র তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয়, ইসলামের আলো, ইসলামের সৌন্দর্য সর্বত্রই সমুজ্জল। ইসলাম হলো সাহসের সনদ, সৌন্দর্যের সওগাত।

জেরুজালেম জয়ের প্রাক্কালে জেহাদের ময়দানে জামাতে নামাজ আদায় করে সাচ্চা সাহসী মুসলিম হিসেবে তিনি সেই পরিচয় দিয়েছেন। আবার শত্রু শিবিরে নির্ভয়ে চিরশত্রুকে সেবা-শুশ্রূষায় নিরাময় করতে হিম্মৎ হারান নি। সব দিক দিয়েই জেরুজালেম জয় মুসলিম জাহানের বিজয় ঘোষণা করেছে। ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত, ইসলামের আলোকে আলোকিত, জেরুজালেম জয় যুগে যুগে মুমিন-মুসলিমদের সাফল্যজনক বিজয়। যুগ যুগ ধরে মুজাহিদ কাফেলার সে অভিযান চলছে—চলবে।

৪৫, দিলু রোড,
নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।

মনওয়ার হোসেন।

www.draminElibrary.com

জেরুজালেম জয়

www.draminElibrary.com

জেরুজালেম জয়

[সাত সাগর পাড়ি দিয়ে হানাদার আসছে বারবার। সারা ইউরোপ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিধর্মীর হামলায় মুসলিম জাহান টালমাটাল।

মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালার গাজী সালাহউদ্দীন তব, অকুতোভয়। সেই প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করলেন। স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন মোকাবেলা করবেন দুশমনদের। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁর ওয়াদা, এই পবিত্র ওয়াতান বিধর্মীর নাংগা তলোয়ারে লাল হতে দেবেন না। রসুলে করীমের (সঃ) পুত পরশ পেয়ে যে আরব ভূমি ধন্য সেখানে দুশমনদের দাপট বরদাশ্‌ত করতে পারবেন না। মুমিন-মুসলিমদের এক বিন্দু রক্ত থাকতে তা সম্ভব নয়।

সেই সময় সমাগত নওল নকীব নওজোয়ানকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কাহিনী। সাহসে-সংগ্রামে, বীরত্বে-বীর্যে যে ইসলাম অনুপম ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যার নিশানবরদার বীর দালিয়ারদের তুলনা কোথা-ও নাই। যাঁরা যুগে-যুগে অনন্য-অতুলনীয়। স্মরণীয়-বরণীয়।

সংগে সংগে সিপাহসালার সালাহউদ্দীন সগর্বে আহ্বান জানালেন]ঃ

www.draminElibrary.com

জাগো মুসলিম মুজাহিদ তুমি
তুমি বীর-দালিয়ার,
ফিরে নিয়ে এসো হায়দরী বাহু
খালেদের তলবার।

এই হাতে যার কালামুল্লাহ
দিল রুখে ওঠে তেজে হামজাহ!
মুখে তৌহীদ বুকে জোশ দুর্বার।
জাগো মুসলিম মুজাহিদ তুমি
তুমি বীর-দালিয়ার॥

যুগে যুগে দাস্ত্ লাল হয়ে আছে
শহীদী লহুর ছাব,
আল্লাহর নামে ছিন্নাতে সাফ্
জালিমের খুন-খারাব।

শত নমরুদ ক্রুসেড-সমুদ
তা'বা হলো বারবার।
জাগো মুসলিম মুজাহিদ তুমি
তুমি বীর দালিয়ার।

★

www.draminElibrary.com

[বারবার সতেরো বার সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী পরাভূত হয়েছে। তারপরও ইউরোপের রাজন্যবর্গ হাজার-হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে আসছে। তাদের শৌর্যশক্তি অসীম। আধুনিক সমরাস্ত্রে তারা সুসজ্জিত।

স্বয়ং খ্রীষ্টান নরপতি সম্মুখ-সমরে হাজির হয়েছেন। সদম্ভে তিনি ঘোষণা করছেন—ইসলামের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলবেন। এবার সমুচিত সাজা দেবেন।

সেই মোতাবেক সেনাবাহিনীকে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন—জেরুজালেম জয় করা তাদের সারা জীবনের স্বপ্ন। আর তারা পরাজয় বরণ করতে রাজী নয়।

সিপাহসালার সালাহউদ্দীন সবকর্ণে শুনেছেন সে কথা। শুনেছেন খ্রীষ্টান বীরের দম্ভ-মদমত্ততার কাহিনী। তিনি জানেন, সংগে রয়েছে তাদের বিরাট সেনাবাহিনী, বিপুল সমর-সাজ। অপর পক্ষে তাঁর সৈন্য-সংখ্যা বলতে মাত্র মুষ্টিমেয় মুজাহিদ। তাদের হাতে হাতিয়ার পর্যন্ত তেমন নেই।

তবু-ও ইসলামের ইজ্জত রাখা চাই। মুসলিম জাহানের গৌরব কখনো ক্ষুন্ন হতে পারে না। দুশমন-দুরাচারদের দূর করে দিতে হবে। সিপাহসালার আবার সেই শপথের কথা শুনালেন] ঃ

www.draminElibrary.com

দারাজ কণ্ঠে শোনালো সেদিন
গাজী সালাহ্উদ্দীন,
জেরুজালেমের দরজায় যেথা
শত্রুর পদচিন।

দল বেঁধে আসে দুশমন যতো
বিপুল সমর সাজ
জেরুজালেমের আকাশে আবার
গুরু-গরজায় বাজ।

স্বয়ং এসেছে নৃপতি রিচার্ড
মহাবীর খ্রীষ্টান
বিপুল গর্ব মাথা পেতে দেবে
মোমিন মুসলমান।

হুঙ্কার ছাড়ে হায়দরী হাঁকে
গাজী সালাহউদ্দীন,
দুনিয়াতে কভু মুসলিম জেনো
হবে নাকো পরাধীন।

ওমরের ত্যাগ হামজার তেজ
তারিকের হিম্মৎ,
লভিয়াছি সবে রাখিতে আমরা
ইসলামী ইজ্জৎ।

★

www.draminElibrary.com

[সিপাহসালার আবার আহ্বান জানালেন—নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে। নামাজ আদায় করো।

সেদিন জেহাদের ময়দানে জামাতের সাথে মোনাজাত করলেন দ্বীন-দুনিয়ার মালিকের দরবারে। যিনি সব বাদশাহর বড়ো বাদশাহ, সব বিচারকের বড়ো বিচারক। তিনি সবার অন্তরের সব কথাই জানেন। তাঁর অবিদিত তো কিছুই নেই। তিনি যে আলেমুল গায়েব।

সসৈন্যে সিপাহসালার তাই তাঁর কাছেই আরজ জানান ঃ আল্লাহ্-আল্গনী, তুমি-ই ইসলামের ইজ্জৎ রক্ষা করার মালিক। তোমার দয়ায়, রসুলের দোয়ায় সারা দুনিয়ায় ইসলাম আবাদ হোক। মালিক মেহেরবান কবুল করো এই মোনাজাত। তোমারই ওয়াদা, মুমিন-মুসলিমদের তুমি জয়ী করবে। তোমার সে একরার কখনো বরখেলাফ হতে পারে না।

সিপাহসালার সালাহউদ্দীন পরম প্রিয় আল্লাহ্-পাকের কাছে আবার আরজ জানালেন—আয় রহমান, তুমি তওফিক দাও। হিম্মৎ দাও। ইসলামের ইজ্জৎ যেনো রাখতে পারি। আমীন ! আমীন !

জেহাদের ময়দানে জামাতের মুখে-মুখে জোর আওয়াজ উঠলো—ইয়া আল্লাহ্ আমীন-আমীন !]

www.draminElibrary.com

বাজলো দামামা সাজলো নকীব
নওজোয়ান
শির উঁচু করি দাঁড়ালো আবার
মুসলমান।

তওফীক দাও আয় রহমান
হাজার সে-হাত
জেহাদের মাঠে জামাতের সাথে
করে মোনাজাত।

দুনিয়ায় ইসলাম
হোক আবাদ;
আমরা মুসলমান
চির আজাদ—

নবীজীর রওশন
নূরে খোদার ?
লাএলাহা ইল্লাল্লাহু
যার হাতিয়ার।

মুজাহিদ মুসলিম
সারা জাহান
জয় করে নেবে জানি
এই ফরমান।

★

www.draminElibrary.com

[কাতারে-কাতার মুজাহিদ দল এগিয়ে চলেছে। বুকে তাদের দুর্বার জোশ। কণ্ঠে-কণ্ঠে পাক-কালামের বাণী—আল্লা হু আকবর—আল্লা হু আকবর।

জেরুজালেমের পথে-প্রান্তরে, জেহাদের ময়দানে সেই দরাজ কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। জেরুজালেম জয়ের জন্য মারমার করে ছুটছে মুজাহিদ ভাইরা।

সিপাহসালার শেষ বারের মতো ঘোষণা করছেন—জেরুজালেম জয় না করা পর্যন্ত কেউ থামবে না। আমাদের আরাম হারাম। জেরুজালেমের কেল্লায় দ্বীন ইসলামের বিজয়-নিশান উড়িয়ে দাও, উড়িয়ে দাও। যতো জলদি পার দ্বীনের নিশান উড়াও। জোর কদমে এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও।] ঃ—

www.draminElibrary.com

সারি সারি চলে
শহীদী সেনানী
হাতে সব তেগ তলোয়ার,
কণ্ঠে কলেমা
পাক কালামের
বুকে বুকে জোশ দুর্বার।

শুরু হলো তবে
জংগে জেহাদ
দুশমন দলে পয়মাল,
দামাল জোয়ান
দরাজ গলায়
হাঁকে সামাল-সামাল।

ইসলামের ওই ঝাণ্ডা উড়াও
জেরুজালেমের কেল্লায়,
শত শহীদের দিলীরের খুন
বজ্র বাহুতে চমকায়।

জাগে সে মুমিন ভাইরা সব
দিকে দিকে শুধু খুশীর রব
কণ্ঠে কণ্ঠে তকবীর হাঁকে
নওল নকীব নওজোয়ান—
বিজয়ীর বেশে এগিয়ে চলেছে
বীর মুজাহিদ মুসলমান।

★

www.draminElibrary.com

[মহাবীর সালাহউদ্দীন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। অমিততেজে মুষ্টিমেয় মুজাহিদ নিয়ে বিরাট বাহিনীর সাথে লড়ছেন।

ক্রমাগত পিছু হটছে দুশমন দুরাচার-হানাদার। আর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত।

হঠাৎ শত্রু-শিবিরে সাদা পতাকা পতপত করে উড়লো। সিপাহসালার দিনান্তে দেখলেন সেখানে সন্ধির প্রতীক উড়ছে।

তারপর দূতের মুখে সব সংবাদ শুনলেন। দুশমনরা বিনাশর্তে সন্ধি করতে চায়। স্বয়ং খ্রীষ্টান নরপতি সসম্মানে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তাঁর যুদ্ধ করার খায়েশ আর নাই। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

শুনে সিপাহসালার সালাহউদ্দীন স্থির থাকতে পারলেন না। হেকিমের সাজে দরবেশের ছদ্মবেশে পরক্ষণেই হাজির হলেন শত্রু শিবিরে। আপন হাতে তাঁর সেবা করলেন, শুশ্রূষা করলেন। দ্বীন-দুনিয়ার মালিকের দরবারে হাজার শোকর জানালেন] ঃ—

www.draminElibrary.com

অবশেষে একদিন—
সন্ধির কথা স্বকর্ণে শুনে
বিস্মিত সালাহ্উদ্দীন।

নৃপতি রিচার্ড খ্রীষ্টান বীর
হঠাৎ পেয়েছে ভয়,
দুর্গ প্রাকারে রোগ-শয্যায়
তাই নেয় আশ্রয়।

শত্রু শিবিরে সালাহ উদ্দীন
তড়িঘড়ি তবু আসে
বন্ধুর মতো পরম সোহাগে
আশ্বাস দিয়ে হাসে।

দিনের পর যতো দিন যায়
রিচার্ডের সেবা-শুশ্রূষায়
সিপাহসালার সালাহউদ্দীন
দরবেশ বেশে নির্ভয়।

দ্বীন ইসলামের দীক্ষা তাঁহার
বিফল হবার নয়।

★

www.draminElibrary.com

[দিনের পর দিন ধরে চলতে থাকলো রিচার্ডের চিকিৎসা। সিপাহসালার দিনের পর দিন তাঁর খেদমত আর এলাজ করলেন। গোপনে স্বীয় সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিলেন অসুস্থ-অসহায় দুশমনদের সেবা-যত্ন করতে। নিজের দেশে নিজের মাটিতে মুমূর্ষ শত্রুকে প্রাণে বধ করবেন না। পবিত্র ইসলামের বিধান তা নয়। ইসলাম বলে, দুশমন যদি পরবাসে আসে তাকে আপ্যায়ন করো। আপন আবাসে দুশমনের দেখা পেলে তাকে আপন করে নাও। আর দুশমন যদি বিপদাপন্ন হয়, তা হলে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করো। প্রতিটি মুমিন-মুজাহিদের জন্যে তা মুস্তাহাব।

পূত-পবিত্র ইসলামের এই আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুৎ হবেন না। পাক-কালামের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবেন। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র পিয়ারা বান্দা। নূর নবীজির (সঃ) প্রিয় উম্মত।

খ্রীষ্টান নরপতি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সে প্রমাণ পেলেন। আকুল-ব্যাকুল হয়ে মহান দরবেশের পরিচয় জানতে চাইলেন। আনন্দের আতিশয্যে সংগে-সংগে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। হাসিমুখে অভিবাদন জানালেন। বললেন ঃ হে বুজর্গ দরবেশ, আপনাকে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারি ? সমস্ত প্রশংসা আপনার প্রাপ্য। বলুন, কি পুরস্কার পেলে আপনি খুশি হবেন।]

www.draminElibrary.com

সুস্থ হইয়া নৃপতি রিচার্ড
আনন্দে তাই আটখান,
কহিলেন কে গো তাপস-মহান্
আমার জীবন করলে দান।

শুনি সেই কথা শত্রুর মুখে
সিপাহসালার তবে,
শির উঁচু করে প্রশ্ন করেন
পরিচয় জেনে কি হবে?

★

www.draminElibrary.com

না-ছোড় রিচার্ড ব্যাকুল হয়েই
তবু-ও জানতে চাই
জীবন-দাতার নাম-ধাম সব
তুলনা যে তার নাই।

যা আছে আমার সব নিয়ে যাও
কতো না করেছো ক্লেশ
তারি সাথে-সাথে সালাম নাও
ওগো পীর-দরবেশ।

★

www.draminElibrary.com

[মহামতি সালাহউদ্দীন বিদায় বেলায় জানালেন, তিনি কিছুই চান না। সম্রাট সুস্থ হয়েছেন এতেই তিনি খুশী। এর চেয়ে বড় পাওনা তাঁর কাম্য নয়। তাঁর কর্তব্য তিনি করেছেন মাত্র।

কিছুক্ষণ পরেই নরপতি রিচার্ড জানতে পারলেন সব। তিনি অন্য কেউ নন স্বয়ং সিপাহসালার সালাহউদ্দীন। যাঁর সেবা-শুশ্রূষায় নিশ্চিত নব-জীবন পেয়েছেন। বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাঁচার আশা ছিলো না। সেনাবাহিনী ধরেই নিয়ে-ছিলো তিনি মারা যাবেন। তাঁর মৃত্যু ছিলো অবধারিত।

সব জেনে-শুনেই গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। অক্লান্ত নিষ্ঠার সাথে সার তাঁর চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা করেছেন। এমন ত্যাগের নজীর কোথা-ও নেই।

নরপতি রিচার্ড ইসলামের মহান আদর্শের পরিচয় পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। মহামতি সালাহউদ্দীনের অপূর্ব আত্মত্যাগ তাঁকে অভিভূত করেছে। সসম্ভ্রমে সম্রাট তাঁকে সালাম জানালেন। পবিত্র দ্বীন ইসলাম আর মহান সিপাহসালারের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার কবুল কথা দিলেন।]

www.draminElibrary.com

শান্ত কণ্ঠে শোনলো সেদিন
মহাবীর দুর্জয়—
নৃপতি রিচার্ড এসেছো এখানে
করতে যাহারে জয়।

এতোদিন ধরে সেই দুশমন
হাজির হয়েছে কাছে
এবার খুশীতে বিদায় দিলাম
আর কি বলার আছে ?

কুর্নিশ করে রিচার্ড জানান
আমি যে খাদেম তব
আজকে পেলাম দ্বীনের দীক্ষা
ইসলামে অভিনব।

www.draminElibrary.com

। গাজী সালাহউদ্দীন সহাস্যে জবাব দেন—আল্লাহ্‌র দরবারে হাজার হাজার শোক্‌র। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আপনি আরোগ্য লাভ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

তারপরই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে বললেন—আজ থেকে আমরা দুশমন নয় দোস্ত। আমরা কেউ কারো গোলাম নই—আমরা অভিন্ন-হৃদয় আপনজন। আমরা এক আল্লাহ্‌র বান্দা, এক আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। সেই এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আমরা কারো বান্দা নই, খাদেম নই।

সম্রাট রিচার্ড সহসা দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন। গাজী সালাহ উদ্দীন তাঁর সামনে তুলে ধরলেন ইসলামের সৌন্দর্য্য। রিচার্ড মনে-প্রাণে মুগ্ধ। মুসলিম জাহান তাঁকে মহান প্রেরণা দিয়েছে। ত্যাগের দীক্ষা দিয়েছে দ্বীন-ইসলাম। এই জয়ের গৌরব তিনি সংগে করে নিয়ে যাবেন সাত সাগর তেরো নদীর পারে। সেখানে স্মরণ করবেন পূত-পবিত্র ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের সওগাত। সত্যি-সত্যিই এতোদিনে তিনি মানবতার সনদ লাভ করেছেন। সিপাহসালার সালাহউদ্দীনের সঙ্গে দেখা না হলে তাঁর জীবন ব্যর্থ হতো। সবারউপরে যে সত্য, ইসলামের অপার সৌন্দর্যে তিনি সে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। এবার তিনি ধন্য, পূর্ণ।

www.draminElibrary.com

মহামতি মহাবীর গাজী সালাহউদ্দীনকে সংগে সংগে সালাম জানালেন সম্রাট রিচার্ড। তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী তাঁর সাথে-সাথেই সোচ্চার জয়-ধ্বনি দিয়ে উঠলো। শুধু জেরুজালেমের জয় নয়, সারা জাহানে সেদিন সগর্বে মুসলিম জাহানের বিজয় ঘোষিত হলো।]

www.draminElibrary.com

সহসা তাকেই বুকে বেঁধে নিয়ে
গাজী সালাহউদ্দীন
সহাস্যে কন বন্ধু আমরা
আজ হতে চিরদিন।

ইসলাম বলে ভাই-ভাই সব
কেহ নয় কারো দাস,
সাম্য-মৈত্রী সম অধিকার
ইসলামী ইতিহাস।

★

www.draminElibrary.com

এক আল্লাহর বান্দা সবাই
একই কাতারে আমাদের ঠাঁই
জামাতে জেহাদে সবখানে তাই
আমরা এক সমান

দ্বীনের শিক্ষা, রসুলের বাণী
এই তার ফরমান।

নত শির হয়ে নৃপতি রিচার্ড
সোচ্চারে হন নির্ভয়
জেরুজালেমের জয় শুধু নয়
তামাম জাহান করবে জয়।

www.draminElibrary.com

সাবাস হে বীর সিপাহসালার
সব আগে নাও সালাম আমার
সালাম সবার হাজার সালাম।

বাজলো দামামা বজ্র-নিনাদ
গাজী সালাহ উদ্‌দীন-জিন্দাবাদ
যুগ যুগ ধরে জিন্দা আজাদ
ইসলাম আর পাক কালাম।

★

IFP-79-80—P3489—5250—1-5-1980